SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

# ফ্যাসিবাদবিরোধী সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও সুশীল জানা

প্রসেনজিৎ সাহা
গবেষক, বাংলা বিভাগ, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়
পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ORCID -
https://orcid.org/0009-0006-0437-1097
e-mail -**prosenjitsahabol05@gmail.com**
**Received Date- 27.12.2025**
**Selection Date – 24.01.2025**
**Page- 148-152**

*Keywords*
সুশীল জানা,
চিন্মোহন সেহানবীশ,
আরাগঁ,
শ্রেণিচেতনা,
নন্দনতত্ত্ব,
ফ্যাসিবাদবিরোধী সাহিত্য,
প্রগতি সাহিত্য, গণতান্ত্রিক
লেখক সংঘ

*Abstract-*

*The time period between two World Wars saw a great emergence of fascism in Europe and it made the intellectuals of that era greatly concerned and they reasoned about it.Romain Rolland and Henri Barbusse started the cultural organisation against fascism which also reached the Indian soil. Under the influence of Jawaharlal Nehru,the Progressive Writers' Association of All India (Nikhil Bharat Pragati Lekhak Sangh) was formed in 1936, and later its Bengal branch, the Bangiya Pragati Lekhak Sangh, turned literature into a weapon of struggle against fascism, imperialism, and social exploitation.Writer and thinker Sushil Jana became actively involved in this movement. In his writings and essays such as CholliserDosokeProgotiSahittyoand BortomanSahhityer Dai o Dayitto, he explained the aim of progressive literature as, class consciousness, the will for human emancipation and its convergence with the artist's consciousness. Sushil Jana observed that progressive literature will not only be an expression of political ideology but and expression of aesthetics and art. He has shown how the progressive writers have shown the path of light in the post Rabindranath era depression and how they made literature a force for emancipation of human beings. In his analysis, progressive literature on the one hand, in the perspective of Marxist theory expression of society is transitional and on the other hand, the expression of logical thinking. He believed that, it is the duty of the writer is to stand for the human, to fight against fascism and oppression. Therefore, Sushil Jana thought that, progressive*

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

*literature is not merely literature, but historically conscious and society oriented one cultural movement, it's soul is still alive in the democratic literary practices.*

---

## Main Discussion

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময় থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ইউরোপে ফ্যাসিবাদের উত্থান বিশ্বজুড়ে এক নতুন চিন্তার আবহ তৈরি করেছিল। বুদ্ধিজীবীরা তখন মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। এই প্রেক্ষাপটে রমা রল্যাঁ, আঁরি বারবুস প্রমুখ বুদ্ধিজীবী সমাজ ও সংস্কৃতির পক্ষ থেকে ফ্যাসিবাদবিরোধী ঐক্যের আহ্বান জানান। ফ্যাসিবাদের রাজনৈতিক আগ্রাসনকে রুখতে ১৯২৭ সালের প্যারিস সম্মেলন থেকে শুরু করে ১৯৩৪ সালের মস্কো প্রগতিশীল লেখক সম্মেলন পর্যন্ত ধারাবাহিক প্রচেষ্টা গড়ে ওঠে।[১] এই আন্দোলনের ঢেউ এসে পৌঁছায় ভারতেও। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের সময় জওহরলাল নেহেরুর উৎসাহে গঠিত হয় 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ', যা ভারতীয় সমাজে মার্কসীয় সাহিত্যচিন্তার এক নতুন অধ্যায় সূচিত করে। কলকাতায় ১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে গঠিত হয় 'বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ', এবং তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৪২ সালে এটি রূপান্তরিত হয় 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'-এ।[২]এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল—ফ্যাসিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

অবিভক্ত বাংলায় 'প্রগতি লেখক সংঘ' ও পরে 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক সংঘ' ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সাহিত্য ও সংস্কৃতির মাধ্যমে লড়াই শুরু করেছিল। এর ফলে সাধারণ মানুষ বুঝতে পেরেছিল—ফ্যাসিস্টরা মানবতার শত্রু। এই সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কে আগ্রহ উদ্দীপনা বাড়িয়ে তুলেছে পাঠক সমাজকে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী সময়ের পর থেকে কারণ হিসেবে বলা যায় রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি' অথবা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এবং বিনয় কুমার সরকার প্রমুখ ব্যক্তির মার্কসবাদে দীক্ষিত হয়ে দেশে ফেরা।[৩]ত্রিশের দশক থেকে বাংলায় মার্কসবাদী সাহিত্যচেতনা বিস্তার লাভ করে। 'অরণি','আত্মশক্তি','মূল্যায়ন','মার্কসবাদ','পরিচয়'-এর মতো বহু পত্র-পত্রিকা সেইভূমিকা পালন করেছে। এই সময়েরই সাহিত্যিক হিসেবে এবং সাংস্কৃতিক কর্মী হিসেবে সুশীল জানা যুক্ত হন প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে। তিনি সাক্ষাৎকারে স্মরণ করেছেন— 'হ্যাঁ—তো প্রগতির অফিস হল ৪৬-এ। অফিস হল—তবে কাজকর্ম সবই হত আমার 'অরণি'-র টেবিলে।'[৪]অর্থাৎ 'অরণি' পত্রিকার সম্পাদনা কার্যক্রম ও প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন ছিল পরস্পর-সংলগ্ন। পঞ্চাশের দশকে সমালোচক মহলে একটি কথা উঠেছিল যে, প্রগতি সাহিত্যের সংঘটক হিসেবে সবাইকে যেতে হবে ফ্রন্টে। এই প্রেক্ষিতে '১৯৪৯ এ বোম্বাইয়ে

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

অনুষ্ঠিত সারা ভারত প্রগতি লেখক সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হয়ে গিয়েছিলাম আমি আর অধ্যাপক নরহরি কবিরাজ।'[৫]

সুশীল জানার প্রগতি সাহিত্যবিষয়ক চিন্তাধারা সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর প্রবন্ধ 'চল্লিশের দশকের প্রগতি সাহিত্য'-এ। সেখানে তিনি চিন্মোহন সেহানবীশের '৪৬ নং—একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গ' বইটির সমালোচনা করে লেখকের অনালোচিত ও ত্রুটিপূর্ণ দিকগুলি চিহ্নিত করেন। বিশেষত তিনি তুলে ধরেন যে, বৃন্দগান বা Community Songএর সূত্রপাত করেন Y.C.I.(YOUTH CULTURE INSTITUTE)। কিন্তু সুশীল জানা বলেছেন; রবীন্দ্রনাথের বৃন্দগানের গায়নপদ্ধতি অনেক আগেই পাওয়া যায়। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে রাখীবন্ধনের গান অথবা ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় আন্দোলনে নজরুলের 'চল চল চল' অথবা 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' ছাড়াও 'প্রভাতফেরী'-র কথা বলেছেন।[৬]তিনি আরও দেখিয়েছেন, চিন্মোহন সেহানবীশের বইয়ে আন্তর্জাতিক সাহিত্য বিতর্কের (যেমন—ফ্রান্সের গারোদি, এরভ ও আরাগঁ বিতর্ক) উল্লেখ থাকলেও তার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অনুপস্থিত। সুশীল জানা এই প্রেক্ষাপটে আরাগঁর মতামতের সাপেক্ষেবলতে চেয়েছেন—সামন্তযুগের নন্দনতত্ত্ব ও বুর্জোয়া যুগের নন্দনতত্ত্বের উদ্দেশ্য এক নয়; নতুন যুগের সঙ্গে নন্দনতত্ত্বের মূল্যবোধও স্বতন্ত্র। তাঁর মতে, সেহানবীশ এই গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গগুলো অতি সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করেছেন, যা আরও বিশদ বিশ্লেষণ দাবি করে। চিন্মোহন সেহানবীশ ডা. নীহাররঞ্জন রায়ের উত্থাপিত এক মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দেননি— 'নবীন সৃষ্টির এত প্রত্যাশার সঞ্চার হঠাৎ থেমে গেল কেন?'[৭] এই প্রশ্নের জবাবে সুশীল জানা 'বর্তমান সাহিত্যের দায় ও দায়িত্ব'প্রবন্ধে বলেছেন—

> ১. সাহিত্যকে রাজনীতির ছোঁয়া থেকে দূরে রাখা ছিল তাদের প্রাথমিক প্রচেষ্টা—যাতে সমাজের শ্রেণী শোষণের কুৎসিত রূপটি সমাজের সচেতন অংশের কাছে স্পষ্ট হয়ে না ওঠে, শোষক শ্রেণীর প্রতি ঘৃণার শুভ জন্ম না হয়।
>
> ২. মধ্যবিত্ত সমাজের সচেতন একটা অংশ অবশ্য বেরিয়ে এসেছে এই বিভ্রান্তির পথ থেকে পারিপার্শ্বিক রূঢ় সত্যের চাপে। বুর্জোয়াও নিঃস্ব শ্রেণীর মাঝখানে এদের দোলায়মান অবস্থিতি। এদের চোখে ধরা পড়েছে অবশ্য ধনসম্পদ বণ্টনের সুস্পষ্ট অসমানতা, উৎপাদনের অরাজকতা; সনাতনী নীতির বন্ধন, পুরোনোপারিবারিক সম্বন্ধ এবং জাতি বিরোধ ইত্যাদি বুর্জোয়া ব্যবস্থার সংকট। সমাজের নবীন সংগ্রামী শক্তি হাত বাড়িয়ে দিয়েছে এদের দিকে।[৮]

সুশীল জানা মনে করেন, প্রগতি সাহিত্যের মূল শক্তি নিহিত আছে তার শ্রেণিচেতনা, মানবমুক্তিরআকাঙ্ক্ষা এবং আত্মসমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে। তিনি বলেন—

> সাহিত্যে প্রগতি ভাবনার আন্দোলন আর সৃষ্টি দুটি ধারা। সৃষ্টিকে কেন্দ্র করেই হয় আন্দোলন। কিন্তু সে সৃষ্টিতে যদি খাদ থাকে, ভেজাল থাকে, তাতে বুঝতে যদি ভুল হয় তাহলে আন্দোলন ব্যর্থ হতে বাধ্য।[৯]

রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে তাঁর বিশ্লেষণেও এই যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত। সুশীল জানা এই প্রসঙ্গে বলেন—

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

> বস্তুত তাঁকে বাদ দিয়ে সাহিত্যের গর্বের এমন কী বস্তু ছিল ত্রিশের দশকে; আনন্দ নয়—আত্মসুখপরায়ণ দেহবাদ, দায়িত্বহীন বোহেমিয়ানিজম, পেলব অতি রোমান্টিকতা ছাড়া? রবীন্দ্র বিরোধিতা ছিল কিন্তু তার আসল শিরদাঁড়ায় জোর ছিল না—ছিল গলায় মাত্র।[১০]

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর সৃষ্ট হতাশা থেকে মুক্তি দিয়েছিল প্রগতি লেখক সংঘ—যা সাহিত্যকে মানবমুক্তির সংগ্রামের হাতিয়ার করে তুলেছিল।

সুশীল জানা বিশ্বাস করতেন, প্রগতি সাহিত্য শ্রেণি-আধিপত্য ও কায়েমি স্বার্থের বিরুদ্ধে অপরিমেয় ঘৃণা ও সংগ্রাম থেকেই জন্ম নেয়।তাহলেসুশীল জানার মতে, প্রগতি সাহিত্যমানে শুধু শ্রেণি-সংগ্রাম, গণআন্দোলন বা রাজনৈতিক সত্য প্রকাশ নয়—এতেশিল্পগুণ ও নান্দনিকতাথাকতে হবে।তিনি বলেন—'মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিপূর্ণতা অন্যদিকে সংগ্রামী শ্রেণীর সঙ্গে শিল্পী মনের একাত্মতা এই দুটো সংযোগ প্রগতিসাহিত্যের প্রাণ।'[১১] অর্থাৎ প্রগতি সাহিত্য এমন এক সাহিত্য, যা সমাজের শোষণ-বিরোধী বাস্তবতাকে শিল্পরূপে প্রকাশ করে এবং মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে তোলে।ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময় অনেক লেখক ভয় বা স্বার্থের কারণে পিছিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের উদ্দেশে সুশীল জানা প্রশ্ন তুলেছিলেন—

> পিছিয়ে কি পথ আছে ঘৃণ্যআত্মবিক্রয় ছাড়া? সাহিত্যিক ন্যায় নিষ্ঠকেমিথ্যা আড়ালে লুকানো ছাড়া? মানবতার বিরোধিতা করা ছাড়া? কিন্তু দুঃখের বিষয় সাহিত্যিকেরএত বড় অধঃপতন ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের বাঙলাদেশে।[১২]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় প্রগতিশীল লেখকেরা মানুষের বিবেক জাগিয়ে তুলতে এবং হতাশা দূর করতে সক্রিয় ভূমিকা নেন।সুশীল জানা প্রগতিশীল লেখকদের লেখকদের আদর্শ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন—

১. জনগণের সংগ্রামকে চিত্রিত করা এবং দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা।
২. হতাশা ও অন্ধকারের সাহিত্যকে প্রত্যাখ্যান করে সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখানো।
৩. মানবজাতির শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতির উত্তরাধিকার রূপে নিজেদের দেখা।[১৩]

প্রগতি সাহিত্য কায়েমি স্বার্থবাদীদের আতঙ্কের কারণ, কারণ এর মূলে আছে সর্বমানবের মুক্তি ও শ্রেণি-আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।শেষ পর্যন্ত, নরহরি কবিরাজের উদ্ধৃতি দিয়ে সুশীল জানা প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের ইতিহাসে এক অনিবার্য গতির কথা স্মরণ করিয়ে দেন—

> সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদ একচেটিয়া ধনবাদের হাজার চক্রান্ত সত্ত্বেও আজকের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শ্রেণিগুলির সংস্কৃতি আন্দোলনের দুর্বার গতিকে রুখতে পারে—এমন সাধ্য আজ কারো নেই। প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পীরা আজ ভারতের নতুন ইতিহাসের রচয়িতা...[১৪]

যাইহোক, সুশীল জানার মতেপ্রগতি সাহিত্য কেবল একটি সাহিত্যধারা নয়; এটি ইতিহাস-সচেতন, শ্রেণিচেতনায় উদ্বুদ্ধ, সমাজ-রূপান্তরমুখী এক বৌদ্ধিক আন্দোলন, যার লক্ষ্য সর্বমানবের মুক্তি এবং

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

শোষণহীন মানবসমাজ প্রতিষ্ঠা।তাই প্রগতি ভাবনা আজও থামেনি—নাম পাল্টে 'গণতান্ত্রিক লেখক সংঘ' হলেও সেই চেতনা আজও জীবিত।

**উল্লেখপঞ্জি—**

১. বাংলার ফ্যাসিস্ট বিরোধী ঐতিহ্য, মনীষা গ্রন্থালয়, পৃষ্ঠা- ৮।

২. ড. দিলীপ মজুমদার, সোমেন চন্দের সাহিত্যচর্চা, নবজাতক প্রকাশন, বইমেলা, ২০১১ খ্রি., পৃষ্ঠা- ২৪-২৫।

৩. ধনঞ্জয় দাশ, 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক প্রসঙ্গে', ধনঞ্জয় দাশ (সম্পা.), মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক (অখণ্ড), করুণা প্রকাশনী, ২০১৩ খ্রি.,পৃষ্ঠা-৭।

৪. শ্রীলাবসু, 'সাহিত্যে এখন কমব্যাটের কথা নেইকথোপকথন : সুশীল জানা—শ্রীলাবসু', কার্তিক লাহিড়ী (সম্পা.), পরিচয়, ৪-৬ সংখ্যা, ৭৮ বর্ষ, কার্তিক-পৌষ, ১৪১৫ খ্রি., কলকাতা, পৃষ্ঠা- ১৪।

৫. সুশীল জানা,'চল্লিশেরদশকের প্রগতি-সাহিত্য', আব্দুর রউফ (সম্পা.), চতুরঙ্গ, বর্ষ ৪৮, সংখ্যা ২, জুন ১৯৮৭খ্রি., কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৫৫।

৬. তদেব, পৃষ্ঠা-১৫৩।

৭. তদেব, পৃষ্ঠা-১৫৪।

৮. সুশীল জানা, 'বর্তমান সাহিত্যের দায় ও দ্বায়িত্ব', আবাহান, পৃষ্ঠা-২৪-২৬।

৯. সুশীল জানা, 'চল্লিশের দশকের প্রগতি সাহিত্য', আব্দুর রউফ (সম্পা.), চতুরঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৫৭-১৫৮।

১০. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৫৫।

১১. সুশীলজানা, 'ছদ্মবেশী সাহিত্যের বিরুদ্ধে', অভিধারা, বৈশাখ, ১৩৫৬বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-১২৩।

১২. তদেব।

১৩. সুশীলজানা, 'প্রগতিশীল লেখক সম্মেলন প্রসঙ্গে', মূল্যায়ন, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৮৩বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-১২৫।

১৪. "'পরিচয়'-এরপথ", সুশীল জানা ও মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), পরিচয়, বিংশ বর্ষ, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৫৭বঙ্গাব্দ, কলকাতা,পৃষ্ঠা-৯১।(প্রবন্ধটি মূল সংখ্যায় স্বাক্ষরবিহীন ভাবে প্রকাশিত হলেও সম্পাদকমণ্ডলীর নির্দেশে পরবর্তী ভাদ্র সংখ্যায় লেখকের নাম নরহরি কবিরাজ বলে জানা যায়।